Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রমজানে দান সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফরিদা ইয়াসমিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৪৬৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রমজানে দান সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফরিদা ইয়াসমিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৪৬৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রমজানে দান সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরিদা ইয়াসমিন, আইডিঃ ২৩১০০১২০৪৬৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রমজানে দান সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Farida yasmin

(স্বাক্ষর)

ফরিদা ইয়াসমিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৪৬৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

রমজান মাসে দান করার গুরুত্ব ও ফজিলত 5

***গুনাহ মোচন ও জান্নাত লাভের মাধ্যম 6

***রিজিক বৃদ্ধি ও বরকত লাভ 6

রমজানে দানের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলত 8

রমজানের বিশেষ অফার 14

রোজাদারের সহযোগিতা করুন 14

দানে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় 15

দানে রিজিকে বরকত হয় 16

দানকারীর তুলনা 16

দান-সদকার আসল উপযুক্ত যারা 17

দান কবুলের নিশ্চয়তা: 22

কিয়ামতের দিন ছায়া: 24

মহানবী (সা.)-এর দানের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা 37

সদকার দশগুন বিনিময়: 42

আল্লাহর পথে দানের বিনিময় 49

মসজিদে দান করার ফজিলত 51

নিয়ত ও ইখালাসের সাথে দান 54

শেষকথা 55

রেফারেন্স 55

রমজান মাসে দান করার গুরুত্ব ও ফজিলত

রমজান হলো আত্মশুদ্ধির মাস, সংযম ও ইবাদতের মাস। এই মাসে ইবাদতের মাধ্যমে যেমন অধিক সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি দান-সদকার প্রতিদানও পাওয়া যায় বহুগুণে। ইসলামে দান-সদকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় একটি ইবাদত। আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বান্দা তার নিজ সম্পদ থেকে দান-সদকা করে থাকে। রমজানে দানের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে এই মাসে অধিক পরিমাণে দান-সদকা করতেন এবং এই বিষয়ে সাহাবাদেরও উৎসাহিত করতেন।

রমজান সংযমের মাস, এই মাসে একজন রোজাদার নিজেকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে। এই মাসে দান-সাদাকা করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—

'যারা দিন-রাত, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। তাদের কোনো ভয় থাকবে না, আর তাদের কোনো দুঃখও ছুঁতে পারবে না।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৪)
ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

***গুনাহ্ মোচন ও জান্নাত লাভের মাধ্যম

দানের মাধ্যমে গুনাহ মোচন হয় এবং জান্নাত লাভের রাস্তা সহজ হয়।হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—
'নিশ্চয়ই দান-সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে ফেলে, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।' (তিরমিজি)

:عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

***রিজিক বৃদ্ধি ও বরকত লাভ

দানের ফলে সম্পদের বরকত বৃদ্ধি পায়।আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন— 'দান করার ফলে সম্পদ কখনো কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়।' (মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ

রমজানে বেশি দান করলে আল্লাহ দুনিয়াতে রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং আখিরাতেও উত্তম প্রতিদান দেন।
রোজাদারকে ইফতার করানোর পুরস্কার
রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন— 'যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার মতোই সওয়াব পাবে, তবে রোজাদারের সওয়াব থেকে কিছু কমানো হবে না।' (তিরমিজি)

এই মাসে দরিদ্রদের জন্য ইফতার ও সাহরির ব্যবস্থা করলে বিশেষ সওয়াব হাসিল করা যায়।
রমজানে যেসব দান-সদকা করা যেতে পারে—
জাকাত প্রদান করা; ধনীদের জন্য এটি ফরজ।
গরিব ও এতিমদের সহায়তা করা–খাবার, পোশাক, ওষুধ প্রদান করা।

মসজিদ ও মাদ্রাসায় দান করা।
ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখা।
ইফতার ও সাহরির আয়োজন করা; বিশেষত অভাবীদের জন্য।
কোরআন শরীফ, ইসলামিক বই ও জায়নামাজ বিতরণ করা।

গোপনে দান করা; এটি সবচেয়ে উত্তম, কারণ এতে রিয়া (প্রদর্শন) থাকে না।

দান শুধুমাত্র সামাজিক কল্যাণ বা দয়ার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, যা আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। তাই ইসলামে দানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটি ইবাদতের মর্যাদা লাভ করেছে।

রমজান মাস দান-সাদাকা করার সর্বোত্তম সময়। এই মাসে দান করলে গুনাহ মাফ হয়, রিজিক বাড়ে, দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি লাভ হয়। তাই আমাদের উচিত, এই বরকতময় মাসে অভাবীদের পাশে দাঁড়ানো এবং যত বেশি সম্ভব দান-সদকার মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা।

রমজানে দান-সদকার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এ মাসে প্রতিটি নফল আমল ফরজের এবং ফরজ আমল ৭০ গুণ বেশি সওয়াব পায় । এটি সহমর্মিতার মাস, যেখানে অভাবী মানুষকে সাহায্য করলে ঈমানি দায়িত্ব পালিত হয় এবং নবীজি (সা.) এ মাসে প্রবল বেগে দান করতেন । রমজানে দান করলে পাপ মোচন হয়, বরকত বৃদ্ধি পায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

রমজানে দানের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলত

*****দ্বিগুণ বা বহুগুণ সওয়াব:**

রমজান মাসে একটি নফল কাজের সওয়াব অন্য মাসের ফরজ কাজের সমান, আর একটি ফরজ কাজের সওয়াব ৭০টি ফরজ কাজের সমান ।

নবীজি (সা.)-এর সুন্নাত: রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যান্য মাসের চেয়ে অধিক দান করতেন ।
অভাবী ও রোজাদারদের সাহায্য: সাহরি ও ইফতারের অভাব দূর করতে এবং দুস্থদের সহায়তায় দান করা অত্যন্ত জরুরি ।

ইবাদতের অংশীদার হওয়া:

অন্যকে ইফতার করালে বা সাহায্য করলে, সাহায্যকারী ব্যক্তি ওই ব্যক্তির রোজা ও ইবাদতের সওয়াবের অংশীদার হন ।
পাপ মোচন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি: দান-সদকা মানুষের পাপ মিটিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে ।

সম্পদ বৃদ্ধি:
দান করলে সম্পদ কমে না, বরং তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও বৃদ্ধি আসে রমযান মাস অন্য এগারোটি মাসের চেয়ে ভিন্ন। এ মাসে আমাদেরকে দিনের বেলা অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি সংযমী হয়ে চলতে হয়।
এ মাসে কুপ্রবৃত্তিকে আরো দলিত করতে হয়। পাপকে আরো কঠোরভাবে পরিহার করতে হয়। অতীতের সব গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে হয়। পুণ্যের পথে আরো অগ্রসর হতে হয়। পুরো রমযানকে সাজানো হয় পুণ্যের সহায়করূপে।

শয়তানকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। রহমত ছেয়ে রাখে মুসলিম উম্মাহকে। এ মাস আগমনের পনেরো দিন আগে আল্লাহ তাআলা

বারাআতের মতো রজনী দান করেছেন। যে রাতে হিংসুক ছাড়া সমস্ত মুমিনের ব্যাপারেই ক্ষমার ঘোষণা আছে।

ইসলাম কল্যাণের পথে যেমন ধাবিত হতে বলে, তেমনি কল্যাণের পথে চলার মতো সব আয়োজনও করে দেয়। একে অপরকেও কল্যাণের পথে সহযোগী হতে বলে। কুরআন-হাদীসে এধরনের বার্তা বহু আছে।
কখনো বলেছে, সৎকাজ ও তাকওয়ার পথে পরস্পরকে সহায়তা করো। কখনো বলেছে, একে অপরকে সত্যের ওসিয়ত করো, সবরের ওসিয়ত করো।

হাদীস আমাদের বার্তা দেয়, এক মানুষ আরেক মানুষকে সহায়তা করলে আল্লাহ্ও তার সহায়তা করেন। এমনকি জালেমকেও সহায়তা করতে বলেছে ইসলাম। জালেমের সহায়তা হয় কী করে?
জালেমের সহায়তা হয়, তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে।

মানুষ মানুষকে নানাভাবেই সহায়তা করতে পারে। রমযানে মানুষকে কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে সহায়তা করার একটি অংশ হল, আর্থিক অনুদান। এ অনুদান মানুষকে শ্রমসাধ্য ও ভারি কাজ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে।

ফলে মানুষ সহজে রোযা রাখতে পারে। রাতের তারাবী অনায়াসে আদায় করতে পারে। আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত মানুষটি নিবিষ্ট মনে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দানের বেলায় উপমাহীন। তিনি মানুষকে দান করতেন দারিদ্র্যের ভয় না করে।

একবার একজনকে দান করেছিলেন মাঠভর্তি ছাগল। এত বড় অনুদান পেয়ে লোকটি নিজ গোত্রের কাছে ফিরে বলেছিলেন, তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীনের ওপর ঈমান আনো। তিনি এমনভাবে দান করেন, যেন দারিদ্র্যকে ভয় পান না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১২

তিনি দানকে মনে করতেন স্থায়ী সম্পদ। একদিন ঘরে বকরী জবাই হল। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, কতটুকু বাকি আছে?
ঘর থেকে বলা হল, কাঁধের অংশটাই শুধু আছে। বাকিটা দান করা হয়ে গেছে।
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং কাঁধের অংশ ছাড়া বাকিটা রয়ে গেছে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৭০

এমনই ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের হাত। রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের সীমা-পরিসীমা থাকত না। ইবনে আব্বাস রা. সে দানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। তিনি রমযান মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন যখন জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হত। জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হলে তিনি হয়ে উঠতেন মুক্ত বাতাসের চেয়েও দানশীল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮

لا يُسأل عن شيءٍ إلا أعطاه.

কেউ চাইলে তিনি না করতেন না।
ইবনে উমর রা. বলেছেন-

مَا رَأَيْتُ أَجْوَدَ، وَلَا أَمْجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো বড় দানশীল ও সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখিনি।
এমন ছিল আমাদের নবীজীর দানশীলতা। এভাবেই তিনি দান করতেন রমযান মাসে।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন কারীমে আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করে তারা নবীজীকে আদর্শ মানে, তাঁকে অনুসরণ করে।

আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা নিয়েই তো আমরা দুনিয়াকে জেলখানা হিসেবে বরণ করে নিয়েছি। শুধু ঈমানের কারণে দেশে, দেশের বাইরে, সংখ্যালঘু হয়ে, অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও কাফেরদের এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বধর্মীয় অবোধ ভাইদের নিপীড়ন সহ্য করে যাচ্ছি।

৯২% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে 'জয় শ্রী রাম' শ্লোগানের ভয়ে বিচারক নিরপরাধ মুসলিমকে জামিন দেয় না। সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বললে, হাদীসের উদ্ধৃতি টানলে শিক্ষকের চাকরি চলে যায়। হিজাবের কারণে ছাত্রী পরীক্ষার অযোগ্য বিবেচিত হয়। কখনো হিজাবের কারণে নম্বর কেটে দেওয়া হয়। যুগ যুগ ধরে নির্যাতন সয়ে যাচ্ছি আরাকানে, কাশ্মীরে, চীনের উইঘুরে, ফিলিস্তিনে। আজ কত দিন ধরে কী জুলুমই না বয়ে যাচ্ছে গাজার ওপর দিয়ে।

এসব কিছুই সহ্য করছি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশায়। তাই সে প্রত্যাশাকে পূর্ণতা দিতে যে আমলগুলো আছে, সে আমলের একটি অংশ হল, দান-সদকা। আর রোযার মাসের দান-সদকা সেই প্রত্যাশা পূরণে আরও সহায়ক আরো কার্যকর।

ইবনে রজব হাম্বালী রাহ. রমযান মাসে দানের অনেক ফায়েদা লিখেছেন। তার মধ্যে একটি হল, 'রোযা রাখতে গিয়ে আমাদের কোনো না কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়।

রোযার মাধ্যমে গোনাহ মাফ হতে হলে রোযাও সেসব ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে, যা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। দান-সদকা সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে। এজন্যই রোযার শেষে ফিতরা ওয়াজিব করা হয়েছে- রোযাদারকে অহেতুক ও অশ্লীল কাজের গোনাহ থেকে মুক্ত করার জন্য।

অনেক দিনমজুরই কষ্টসাধ্য কাজের কারণে রোযা রাখতে পারে না। আমাদের একটু উদারহস্তের দ্বারা এ মানুষগুলো বরকতময় মাসের বরকত লাভ করতে পারে। খোদার নাফরমানী থেকে বেঁচে যেতে পারে। আমাদের চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে রিকশাওয়ালারা। তাদেরকে এক বেলার ইনকাম পরিমাণ দান করলে ঐদিনের জন্য অন্তত তাদের কষ্ট লাঘব হয়।

আমাদের দানের হাতকে প্রসারিত করলে গরিব অভাবী মানুষের সাহরী-ইফতার সহজ ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারি আমরা। এভাবে আমরা খেয়াল করলে রমযানের বরকত সবশ্রেণি পেশার মানুষকে ছুঁয়ে যাবে। সহমর্মিতার মাসে সত্যিকার অর্থে সহমর্মী সমাজ গড়ে উঠবে।

রমযানের মতো মহিমাময় মাসে, রমযানের স্নিগ্ধ দিনগুলোতে, প্রশান্ত রাতগুলোতে আমরা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আরো কাছাকাছি যেতে পারি। দান-সদকা ও মানবসেবার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের রমযানগুলোকে যেন আরো সুন্দর করে তুলতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন ।

"যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় এবং প্রতি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন" (সূরা বাকারা: ২৬১) ।

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

ইসলামে দান-সদকা ও অন্যকে সহযোগিতার গুরুত্ব বরাবরই অনেক বেশি। আর রমজানে তো এর গুরুত্ব বলার অপেক্ষাই রাখে না কেননা, এ মাসে একটি নফল ইবাদত করলে একটি ফরজের সমান সওয়াব; আর একটি ফরজ ইবাদত করলে ৭০টি ফরজের সওয়াব দেওয়া হয়।

অসহায়দের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বিপুল সওয়াব লাভের সর্বোত্তম সময় এ রমজান মাস। মাহে রমজান মানুষকে দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা ও

মহত্তের শিক্ষা দেয়। কোনো প্রকার অপচয় না করে রোজার মাসে মানুষের সেবায় দান-সদকা করলে অভাবক্লিষ্ট মানুষের কল্যাণ হয় এবং মানবতা উপকৃত হয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে তাদের পাক-পবিত্র করুন, (নেকির পথে) তাদের এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন।' (সুরা তওবা : ১০৩)।

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

রমজানে রাসুল (সা.)-এর দানশীলতা

রাসুল (সা.) রমজানে সবচেয়ে বেশি দান করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমজানে তার দানশীলতা (অন্য সময় থেকে) অধিকতর বৃদ্ধি পেত, যখন জিবরাইল (আ.) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। জিবরাইল (আ.) রমজানের প্রতি রাতে আগমন করতেন এবং তারা পরস্পরকে কোরআন শোনাতেন। রাসুল (সা.) তখন কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। (বোখারি : ৬, মুসলিম : ২৩০৮, মুসনাদে আহমদ : ২৬১৬)।

রমজানের বিশেষ অফার

রমজানে প্রতিটি ভালো কাজের নেকি ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ মাসে যত বেশি দান-সদকা করা যাবে, তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। রাসুল (সা.) তার প্রিয় উম্মতকে রমজান মাসে বেশি পরিমাণে দান করতে উৎসাহিত করতেন। রমজান মাসে একটি নফল আমল ফরজের মর্যাদায় সিক্ত।

সে হিসেবে রমজান মাসে আমাদের প্রতিটি দান-সদকাই ফরজ হিসেবে আল্লাহর কাছে গণ্য। দান-সদকার এমন ঈর্ষণীয় ফজিলত অন্যান্য মাসে কখনোই পাওয়া যাবে না। শুধু রমজানেই এ অফার সীমাবদ্ধ।

রোজাদারের সহযোগিতা করুন

যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানি (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার (রোজাদারের) অনুরূপ প্রতিদান লাভ করবে। তবে রোজাদারের প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হবে না।’ (তিরমিজি : ৮০৭)।

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত; রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পানাহার করিয়ে ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে।

দানে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে; তারাই সফলকাম।

মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।’ (সুরা রুম : ৩৮-৩৯)।

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨
وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

দান-সদকা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা প্রায় শতাধিক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই দান- সদকা ও অসহায়কে সহযোগিতা করার বিষয়টি সামর্থ্যবান ও বিত্তশালীদের এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

এতিম, মিসকিন, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষুক, মুসাফির ও অসহায়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব অপরিসীম। অন্তত এ পবিত্র মাসে খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের বিভিন্ন সহযোগিতা করা ও তাদের প্রাপ্য আদায় করা নেহাৎ জরুরি।

দানে রিজিকে বরকত হয়

দান-সদকা রিজিকে বরকত এনে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যা কখনও ধ্বংস হবে না।

যাতে আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিফল পরিপূর্ণ দেন। তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরও বেশি দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী।’ (সুরা ফাতির : ২৯-৩০)।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ
لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ

রাসুল (স.) বলেন, ‘যারা গোপনে দান করবেন, মহান আল্লাহ কঠিন কেয়ামতের দিন তাদের আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।’ (বোখারি : ৬৬০)।

দানকারীর তুলনা

দানকারীর তুলনা অন্য কারোর সাথে হয় না। কুরআনে আল্লাহ সুবহনাওতায়ালা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি।
আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে করেন, বর্ধিত করে দেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, মহাজ্ঞানী।’ আল্লাহ দানকারীকে যত ইচ্ছা প্রতিদান দিতে পারেন।

এতে করে আল্লাহ সুবহানাতায়ালার ভান্ডার থেকে অণু পরিমাণও কমবে না। তাই যারা গরিব, অসহায়-নিঃস্ব, তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী দান করা চাই।

সামর্থ্য থাকলে কোনো এক হতদরিদ্র পরিবারের এক মাসের সাহরি ও ইফতারের দায়িত্ব নিতে হবে। এতে অঢেল সওয়াব অর্জনের পাশাপাশি রমজান মাসের পবিত্র ভাব-গাম্ভীর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

ঈদে প্রতিবেশী কিংবা চেনা-জানা কোনো গরিবকে একটি নতুন জামা উপহার দেওয়া চাই। ফুটপাতে বসবাসকারী কোনো শিশুর মুখে হাসি ফোটানো কর্তব্য।

দান-সদকার আসল উপযুক্ত যারা

সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-সদকা ইত্যাদি বলতে সাধারণত দ্বীন-দরিদ্র, ফকির-মিসকিন, এতিম, অন্ধ ও অসহায় শ্রেণির লোকদের দান করা বোঝায়। তবে এ দান-সদকার আসল উপযুক্ত পাত্র কারা, এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রাসুল (সা.)-কে এক প্রত্যাদেশে বলেন, ‘লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে?
বলে দিন, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, এতিমওঅনাথ, অসহায় এবং মুসাফিরদের জন্য।

আর তোমরা যে কোনো সৎ কাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালোভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।’

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيم ।(সুরা বাকারা : ২১৫) ٢١٥

তিনি আরও বলেন, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, এতিম ও দ্বীন-দরিদ্রের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সঙ্গে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে।’ (সুরা বাকারা : ৮৩)

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ

সাওম ও সদকা একত্রিত হলে তা গুনাহের কাফফার জন্য সর্বাধিক কার্যকরী, জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ও জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থানকারী, বিশেষ করে এর সাথে যদি কিয়ামুল লাইল যুক্ত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে,

»الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.«

“সাওম এমন ঢালস্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়”।[1]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে,

»الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ.«

“সাওম ঢালস্বরূপ এবং জাহান্নাত থেকে মুক্তির সুদৃঢ় সুরক্ষা”।[2]

মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.«

“এবং সাদাকা (যাকাত) বা দান খায়রাত) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এমনিভাবে গভীর রাতে ব্যক্তির কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ)ও গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।”[3]

হজরত আদি ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ (নিজেকে রক্ষা কর) যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয় (সামান্য বস্তু সদাকা করতে পারলেও তা কর)”।(সহীহ বুখারি)

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘তোমরা রাতের অন্ধকারে দুরাক‘আত সালাত আদায় করো কবরের অন্ধকার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, প্রচণ্ড গরমের দিনে সাওম পালন করো হাশরের ময়দানের গরম থেকে বাঁচার জন্য, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে গোপনে দান সদকা করো।

,রমযান মাসে সাওম পালন করতে গিয়ে অনেক সময় কিছু ভুল-ত্রুটি ও কমতি দেখা দেয়। সাওম গুনাহের কাফফারা হওয়ার শর্ত হচ্ছে যেসব বিষয় থেকে হিফাযত থাকা অত্যাবশ্যকীয় সেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা। যেমন, ইবন হিব্বানে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

অধিকাংশ সাওম পালনকারীই যেভাবে সাওম পালন করা দরকার সেভাবে সাওম পালনের শর্তাবলী তাদের মধ্যে একত্রিত হয় না।

এ কারণেই কোনো ব্যক্তিকে এভাবে বলতে নিষেধ করা হয়েছে যে, আমি পুরো রমযান সাওম পালন করেছি বা পুরো রাত সালাত আদায় করেছি।

অতএব, এসব সদকার দ্বারা সাওম পালনে সংঘটিত ভুল-ত্রুটিসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। এ কারণেই রমযান শেষে সাওম পালনকারীকে অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা ও কাজ থেকে পবিত্র করতে যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে।

সাওম পালানকারী সাওম অবস্থায় পানাহার পরিহার করে থাকে। আর কেউ সায়িমদেরকে পানাহার সরবাহ করে তাদেরকে শক্তিশালী করলে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতোই যে নিজে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করল এবং এর দ্বারা সে সহমর্মিতা দেখালো।

এ কারণেই সায়িমের সাথে অন্য সায়িমকে ইফতার করানো শরী‘আতসম্মত হয়েছে।

কেননা ইফতারের সময় খাদ্য গ্রহণ তার কাছে অনেক প্রিয়, ফলে সে সহমর্মিতা দেখিয়ে তার সাথে অন্যকে খাওয়ালো, যদিও সে খাদ্যের প্রতি তার নিজেরই ভালোবাসা ছিল।

এভাবে কাজটি করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা পানাহার হারাম করার পরে তার জন্য হালাল করে তাকে যে নি'আমত দান করেছেন সে নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করা। কেননা কোনো কিছু নিষেধ করার পরে উক্ত জিনিসের প্রকৃত মর্যাদা বুঝা যায়।

কোনো এক 'আরিফ বিল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, শরী'আতে কেন সাওম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে? তিনি বললেন, ধনীরা যাতে ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে, ফলে সে ক্ষুধার্তকে কখনও ভুলবে না। এটি সাওম শরী'আতসম্মত হওয়ার কিছু উপকারিতা।

সালমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "রমযান মাস পরস্পর সহমর্মিতার মাস।"

যে ব্যক্তি অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না সে সহমর্মিতার দলের স্তরে পৌঁছতে পারবে না।

অনেক পূর্বসূরীরা ইফতারের সময় সহমর্মিতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা মিসকীন ব্যতীত ইফতার করতেন না।

পরিবারের কেউ নিষেধ করলে তিনি সে রাতে কিছু খেতেন না। তিনি খাদ্য খাওয়ার সময় কেউ আসলে তিনি তার ভাগের খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এবং কোনো প্রার্থনাকারীকে দিতেন। তিনি যখন ঘরে ফিরে আসতেন তখন অন্যদের খাবার খাওয়া শেষ হয়ে যেত।

ফলে তিনি না খেয়েই সেদিন সাওম পালন করতেন।

এক সৎব্যক্তি সারাদিন সাওম পালন করে খাবার খাওয়ার ইচ্ছা করল। এমতাবস্থায় তার কাছে আরেকজন সাওম পালনকারী এসে বলল, কে আছ সত্যবাদী ক্ষুধার্ত এক ব্যক্তিকে খাদ্য দিবে?

তখন তিনি বললেন, সাওয়াব বিহীন আল্লাহর এ বান্দা খাদ্য দান করে দিবে। তখন উক্ত ব্যক্তি খাবারের বাটি নিয়ে চলে গেল আর সৎলোকটি ক্ষুধার্ত থেকেই রাত কাটাল।

একলোক ইমাম আহমাদ রহ.-এর কাছে এসে কিছু চাইল। তিনি তার ইফতারির জন্য প্রস্তুতকৃত দু'টি রুটিই তাকে দান করে দিলেন। অতঃপর তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই সকাল করলেন।

হাসান রহ. সাওম পালন করে নিজে না খেয়ে লোকদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং পাশে বসে তাদেরকে খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করত।

হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - জান্নাত হলো দানকারীদের আবাসস্তল।

সাদকার আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে। ইমাম শাফে'ঈ রহ. বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এবং মানুষের কল্যাণ, প্রয়োজনীয়তা ও সালাত-সাওমের ব্যস্ততার কারণে জীবিকা নির্বাহে কম সময় পাওয়ার কারণে রমযান মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করা আমি পছন্দ করি।

রমযান মাসে বেশি পরিমাণে পরস্পর কুরআন পাঠ, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, এ জন্য একত্রিত হওয়া ও যিনি ভালো হাফিয তার কাছে কুরআন শুনানো ইত্যাদি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটাও উত্তম সদকা।

রাসুলুল্লাহ (স) বলেন , আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন হে আদম সন্তান তুমি দান করতে থাকো আমিও তোমাকে দান করতে থাকবো(বুখারী)।

দান কবুলের নিশ্চয়তা:

"যাঁরা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয়ের পর না দেয় কোনো খোটা, না দেয় কোনো কষ্ট, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে প্রতিদান।" (সূরা বাকারা ২৬২)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

রিজিকে বরকত: "এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনি উত্তম রিজিকদাতা।" (সূরা সাবা: ৩৯)

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

সবচেয়ে প্রিয় বস্তু দান করা:

"তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে।" (সূরা আল-ইমরান: ৯২)

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

দান ও সদকার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি:

"(হে নবী!) আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং বরকতময় করবেন।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩)

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

পবিত্র কুরআন কারিমে আল্লাহ্ সুবহানাওয়াতালা ইরশাদ করেন-

আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৬)

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِى ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি সুদকে সমূলে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ হয় ওটাকেই সরাসরি নষ্ট করেন, না হয় ওর বরকত নষ্ট করে থাকেন। দুনিয়াতেও ওটা ধ্বংসের কারণ হয় এবং পরকালেও শাস্তির কারণ হয়।

পবিত্র কুরআন কারিমে আল্লাহ্ সুবহানহুওয়াতালা বলেন"অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয় যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করে।" (৫:১০০)

এই জন্যেই হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, সুদ বেশী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমেই যায়।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার উপার্জন দ্বারা একটি খেজুরও দান করে, আল্লাহ তা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন, অতঃপর তোমাদের বাছুর পালনের মত তিনি তা পালন করেন এবং ওর পুণ্য পর্বত সম করে দেন; আর তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি খেজুরের পুণ্য উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে থাকে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ এক গ্রাস খাবার দানে উহুদ পাহাড়ের সমান পুণ্য পাওয়া যায়। সুতরাং তোমরা দান-সদকা করতে থাক।

ভাবার্থ এই যে, যারা দান-সদকা করে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখে তারা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। বরং পরম করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে সেই দিন বড় বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

কিয়ামতের দিন ছায়া:

“কিয়ামতের দিন দানকারীর জন্য তার দান ছায়া স্বরূপ হবে” (তাবরানী ও বাইহাকি)

নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের পর যে দান করা হয়, তা-ই সর্বোত্তম দান।

রাসূল (স) বলেন মানুষের জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা, তার মৃত্যুর পর একশ দিরহাম দান করার চেয়ে উত্তম (আবু দাউদ মিশকাত)।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেনঃ
কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহতায়ালা তাকে বড় করেন (মুসলিম)।

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুল (সা.) বলেছেন, ‘এমন কোনো দিন যায় না যেদিন দুজন ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন না, তাদের একজন দানশীল ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! আপনি দানশীল ব্যক্তিকে উত্তম বদলা দিন।
দ্বিতীয় ফেরেশতা কৃপণের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস ও বরবাদ করুন’ (বোখারি-মুসলিম)।

তাই আমাদের সবার উচিত গরিব-দুঃখী, অভাবী, আত্মীয়স্বজন আপনজনদের বেশি বেশি দান সদকা করা সামর্থ্য অনুযায়ী কেননা, দান সদকায় বালা-মসিবত বিপদ-আপদ দূর হয়।

হযরত সালেম রা. হতে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন, শুধু দু’জন লোকের ওপর ঈর্ষা করা যায়।
একজন হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন আর সে রাত দিন তা চর্চা করে। অপরজন হলেন যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর রাতদিন সে তা মানব কল্যাণে খরচ করে। (বুখারি)

দানের প্রতিদান আল্লাহ প্রদান করেন, কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরাপুরি দেয়া হবে।
আর তোমাদের প্রতি কোনও প্রকার জুলুম করা হবে না। (সুরা আনফাল ৬০)

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

দানে ধন বাড়ে, দান করলে যে বালা মুসিবত থেকে মুক্ত থাকা যায় সেরকম একটি ঘটনা বলছি, আল্লাহর নবী ও গোটা দুনিয়ার বাদশাহ হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগের একটি ঘটনা।

এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে ছিল একটি গাছ। সেই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা।

সেই বাসায় পাখিটি যখনই ডিম দিত তখনই লোকটি তা নিয়ে খেয়ে ফেলত। লোকটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন পাখিটি হযরত সুলাইমান আ.-এর কাছে অভিযোগ করল।

সুলাইমান আ. লোকটিকে ডেকে নিষেধ করে বললেন, আর কোনও দিন যেন এ পাখির ডিম সে না খায়। হযরত সুলাইমান আ.-এর নিষেধ অমান্য করে লোকটি আবারো পাখির ডিম খেয়ে ফেলল।
নিরুপায় হয়ে পাখিটি পুনরায় হযরত সুলাইমান আ.-এর কাছে অভিযোগ করল।

হযরত সুলাইমান আ. এক জিনকে নির্দেশ দিলেন- লোকটি এবার যখন গাছে চড়বে, তখন খুব জোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে যেন নিচে ফেলে দেয়, যাতে লোকটি আর কোনও দিন গাছে চড়তে না পারে।

এর পর একদিন লোকটি পাখির ডিমের জন্য গাছে উঠতে যাবে, এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে হাঁক দিল বাবা! কিছু ভিক্ষা দিন।

তখন লোকটি প্রথমে ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল। তারপর শান্ত মনে গাছে থেকে ডিম নামিয়ে খেয়ে ফেলল।

পাখিটি আবার সুলাইমান আ.-এর কাছে অভিযোগ করল। সুলাইমান আ. সেই জিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নির্দেশ পালন করলে না কেন? তখন জিন জবাব দিল, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

এমন সময় পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুজন ফেরেস্তা এসে আমাকে অনেক দূরে ফেলে দিল।

হযরত সুলাইমান আ. বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, জিনটি বলল, আমি দেখলাম, লোকটি গাছে ওঠার আগে এক ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল।

সম্ভবত এর বরকতে আল্লাহপাক তাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।হযরত সুলাইমান আ. বললেন, হ্যাঁ সদকা বালা-মুসিবত দূর করে। এ কারণেই সে তখন মহাবিপদ থেকে বেঁচে গেছে। (তাজকিরাতুল আম্বিয়া)

হযরত আবু বকর রা. এর খিলাফতকালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্য একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়ে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

সেই সময় হযরত ওসমান রা. এর প্রায় এক হাজার মন গমের একটি চালান বিদেশ হতে মদিনায় পৌঁছায়।

শহরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী হযরত ওসমান রা. এর কাছে এলেন।

তারা তার সমস্ত গমের চালান অর্ধশতভাগ লাভে ক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। সেই সাথে তারা এটাও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্যই এই গম ক্রয় করতে চান।

হযরত ওসমান রা. বললেন, তোমরা যদি আমাকে এক হাজার গুণ লাভ দিতে পারো, তবে আমি দিতে পারি। কেননা অন্য একজন আমাকে সাতশো গুণ লাভ দিতে চেয়েছেন।

ব্যবসায়ীরা বললো, বলেন কি? চালান মদিনায় আসার পর তো আমরাই প্রথম এলাম আপনার কাছে। সাতশো গুণ লাভের প্রস্তাব কে কখন দিয়েছেন?

হযরত ওসমান বললেন, এই প্রস্তাব আমি পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে।
আমি এই চালানের সমস্ত গম বিনামূল্যে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করবো।

এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে সাতশো গুণ বেশি পুণ্য দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ সা. বলেন, মানুষ বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার।
যা খেয়ে শেষ করেছে, যা পরিধান করে নষ্ট করেছে আর যা দান করে জমা করেছে তাই শুধু তার। আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে, মানুষ তা শুধু নিয়ে যাবে। (মুসলিম)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন, 'তোমরা অধিক হারে সদকা করো। কেননা বালা-মুসিবত সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।' (বায়হাকি ৮০৮৩)

হাদিস থেকে জানা যায়, দানে অযাচিত ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থাকা যায়। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসুল সা. লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি লোকজনের উদ্দেশে খুতবা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে

তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে আর সালাত আদায় করবে ও সদকা প্রদান করবে।' (বুখারি ১০৪৪)

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সাদ্কা রয়েছে।

প্রতিদিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদ্কা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও সাদ্কা।

ভাল কথাও সাদ্কা।

নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদ্কা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদ্কা। (বুখারি ২৭৮১)

উত্তম ঋণ:

"কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।" (সূরা বাকারা: ২৪৫)।

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

সম্পদ মহান আল্লাহর দান। এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর অনগ্রসর বান্দাদের হক রেখে দিয়েছেন। যারা সেই হকগুলো আদায় করতে পারে, তাদের জন্য সম্পদ কল্যাণ বয়ে আনে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমরা তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম।

(সুরা : রাদ, আয়াত : ২২(

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٢

দান-সদকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

এর মধ্যে একজন হলো ওই ব্যক্তি, যিনি এমনভাবে দান করেন যে দাতা ও বাহক ছাড়া অন্য কেউ তার খোঁজ পায় না।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৫৬৮
)

এ ছাড়া গোপনে দানের ব্যাপারে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হাদিস তো আছেই। যাতে বলা হয়েছে, সাত শ্রেণির মানুষকে হাশরের মাঠের ভয়াবহ সময়ে যখন আরশের ছায়া বাদে আর কোনো ছায়া থাকবে না, তখন আরশে আজিমের ছায়াতলে কিছু লোককে আশ্রয় প্রদান করা হবে। তার মধ্যে ছয় নম্বর ক্রমধারায় বলা হয়েছে ‘তারা এমন লোক, যারা এমন গোপনে দান করে যে তার ডান হাত যা খরচ করল বাঁ হাত তা জানে না।

’ (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭৯)

এগুলো ছাড়া গোপনে দানের ব্যাপারে আরো অনেক বর্ণনা ও উদ্বুদ্ধকরণ হাদিসের কিতাবগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। কোরআনের কোনো কোনো আয়াতে মহান আল্লাহ দান-সদকাকে ক্ষয়হীন ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ব্যবসায় যেমন বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া যায়, তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সদকাও এক ধরনের বিনিয়োগ, যার প্রতিদান মানুষকে বহুগুণে ফেরত দেওয়া হবে।

দুনিয়ার ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও আখিরাতের জন্য করা এই বিনিয়োগের ক্ষয় নেই।

ইখলাসের সঙ্গে দান করলে মহান আল্লাহ এর বিনিময় দুনিয়ায়ও দেবেন, আখিরাতেও দেবেন

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

যারা দান ও সদকার মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে থাকে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর নৈকট্য দান করেন।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই।

কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবীদের ওপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পথিক, সাহায্যপ্রার্থীদের ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৭

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

দানের পুরস্কার পৃথিবীতেই মেলে :

আল্লাহ দানকারীর প্রতিদান পৃথিবীতেই দেন, মানুষের জীবন-জীবিকায় বরকত দেন। রোগ শোক থেকে হেফাজত করেন।

আর পরকালের সাওয়াব তো আছেই। ইরশাদ হয়েছে, ‘তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, (যাকে ইচ্ছা) কমিয়ে দেন। আর তোমরা যা কিছুই দান করো, তিনি তার জায়গায় অন্য কিছু দিয়ে দেন। আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।’ (সুরা সাবা, আয়াত : ৩৯)

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

রমজান মাসে সওয়াবের আশায় বেশি বেশি দান করা উচিত কেননা দানের থেকে এত বেশি সওয়াব অন্য কোন আমলে পাওয়া যায় না । কুরআনে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন-

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর(সূরা হাদিদ ৭)।

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ

এসব সম্পদের মালিক আল্লাহ সুবহানাতায়ালা ,আল্লাহ মানুষকে সম্পদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন সে সম্পদ মানুষের নিজের নয় তাই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যেন সম্পদ আঁকড়ে ধরে না রাখি।
কুরআনুল কারীমে আল্লাহ আরো বলেন -

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো অন্যথায় সে বলবে হে আমার রব আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন? তাহলে আমি দান সদকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।(সূরা মুনাফিকুন ১০)

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন দান সদকা দ্বারা সম্পদ কমে না, বান্দা যখন দানের হাত বাড়ায় তখন তা অভাবীর হাতে পড়ার আগে প্রথমে আল্লাহর হাতে পড়ে। যে অভাবমুক্ত ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে সাহায্যে চায় আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন। (তাবারানী)।

আমরা যখন দান করি শয়তান তখন আমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখায় আল্লাহর রাসুল (সা) বলেন দান করলে কখনো কমে না আল্লাহ তা অনেক গুনে বাড়িয়ে দেন ।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত রাসুল বলেন- দান সদকা দ্বারা সম্পদ কমে না।

বান্দা কাউকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তার ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় হলে আল্লাহ তাকে বুলন্দ করেন (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন-الصدقه تسد سبعين بابا من السوء

দান সদকা ৭০ টি মন্দের দরজা বন্ধ করে দেয় (তাবারানী)

আমর বিন আওফ (রাঃ)থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেন-
ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع ميته السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر

মুসলমানের দান হায়াত বৃদ্ধি করে খারাপ মৃত্যু প্রতিহত করে এবং আল্লাহ এর মাধ্যমে তার গর্ব অহংকার দূর করেন।(তাবারানি)

শ্রেষ্ঠ দান:

সবচেয়ে উত্তম দান হলো এমন দান, যা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকারে আসে এবং সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে টিকে থাকে, যেমন—জ্ঞান ছড়ানো, মসজিদ, মাদরাসা বা রাস্তাঘাট নির্মাণ।

আমরা যদি মানুষের মাঝে উপকারী জ্ঞান যেমন কুরআন ,হাদীস বা অন্যান্য আরো উপকারী জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে দুনিয়া ও আখেরাতে সেরকম জ্ঞান দিয়ে যেতে পারি তাহলে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত যতদিন তা দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে তত

দিন আমাদের আমল নামায় সওয়াব পৌঁছাতে থাকবে সুবহানাল্লাহ! আমরা কখনো কি ভেবে দেখছি এটা যে নেকি পাওয়ার কি পরিমান একটা সহজ উৎস।

আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণ করা যে কতটা সাওয়াব এর কাজ তাতো আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।
কেউ যদি একটা মসজিদ নির্মাণ করে দেয় বা মসজিদ নির্মাণের জন্য সামান্য কিছু ইট, বালি , সিমেন্ট ও কিনে দেয় তার সামর্থ অনুযায়ী যতদিন এই মসজিদ থাকবে ততদিন যুগে যুগে যত মানুষ এই মসজিদে নামাজ পড়বে ততদিন তার আমল নামায় এই দানের সাওয়াব যুক্ত হতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ!

একইভাবে মাদ্রাসা নির্মাণও অনেক গুরুতবপূর্ণ এবং অত্যন্ত সাওয়াব এর কাজ কারণ মাদ্রাসার মাধ্যমে মানুষ কুরআন হাদীস এর জ্ঞান অর্জন করতে পারে , দীন শিখতে পারে।
তাই মাদ্রাসা নির্মাণ বা নির্মাণে সহায়তা করা অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ। মৃত্যুর পরেও যে সাওয়াব জারি থাকবে আর কবরের জীবনেও আমল নামা ভারী হতে থাকবে ।
তেমনিভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দেয়া , নলকুপ বা পানেরযোগ্য পানির ব্যবস্থা করে দেয়া এগুলুও অনেক বড় সদকায়ে জারিয়ার কাজ।
তাই এসব ক্ষেত্রগুলু দানের অনেক ফযীলতপূর্ণ উৎস হতে পারে।

ঈমানী দায়িত্ব:

দান-সদকা ঈমানের পূর্ণতা এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ।আল্লাহ্ সুবহানহুতালা কুরআনে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন
দানের ব্যাপারে এবং এর ফযীলত সম্পর্কেও বলেছেন ।

তাই একজন মুমিনের উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত ঈমানী দায়িত্ব দান সদকা করা।কারণ এই দান মুমিন বান্দার নিজের জন্য এতে মুমিনেরই উপকার দুনিয়া এবং আখিরাতে। কেউ দান না করলে আল্লাহ্ সুবহানাওয়াতালার কিছু যায় আসে না এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেয় কেননা তিনি পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনি কারো মুখাপেক্ষি না ।মানুষ

ভুল করে, গুনাহ করে এটা মানুষের ফেতরত তাই আল্লাহতালা তার বান্দাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন সেই ভুলের কাফফারা দিয়ে নিজেকে জান্নাতের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বিচার দিবসে দানশীল ব্যক্তি নিজের পুরস্কার দেখে বিশ্বাসই করতে পারবে না । সে জিজ্ঞাস করবে হে আল্লাহ এটা কার পুরস্কার ,আল্লাহতালা বলবেন তোমার ,তখন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাস করতে পারবে না , আল্লাহসুবহানাওয়াতালা বলবেন এটা তোমার দানের ফল,তখন সেই ব্যাক্তি আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ্ আমিতো দান করেছি কিন্তু এত সাওয়াব পাওয়ার মতো দান তো করি নাই তখন আল্লাহ্ বলবেন তোমার সেই অল্প দানকে আমি পেলেপুষে ওহুদ পাহাড় সমান করেছি,এগুলো নাও এগুলো তোমারই ।সুবহানাল্লাহ!

মানুষ সেদিন আফসোস করবে কেনো আমি দুনিয়াতে থাকতে আরো বেশি বেশি দান করে আসলাম না।

হাদিসে এসেছে -

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন দানটি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "তোমার সুস্থ ও অভাবের আশঙ্কায় থাকা অবস্থায় দান করা, যখন তুমি সম্পদের লোভ করছ এবং দরিদ্র হওয়ার ভয় পাচ্ছ।" (সহীহ বুখারি(

সাত ধরনের ব্যক্তি আছে যাদেরকে সেই দিন আল্লাহ আরশের ছায়া দিবেন, যেদিন আর কোন ছায়া থাকবেনা.... তাদের একজন হল যে ব্যক্তি এমন ভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না সে দান হাতে কি দান করল।(সহীহ বুখারি ১৪১৯)

গোপনে দান করলে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করা যায় এবং আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।

সূরা বাকারার শুরুতে মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়েও আল্লাহ তাআলা দানের কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সুরা বাকারা: ২-৩)
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, দানের একটি ফায়েদা হলো দানের কারণে মানুষ খারাপ মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়।
আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সদকা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ প্রশমিত করে এবং খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। (সুুনানে তিরমিজি)।

আবু মাসউদ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন,

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى أَهْلِه وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَه صَدَقَةً

সওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, তা তার জন্য সদকা গণ্য হয়। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

১. নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কেউ যদি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশায় খরচ করে, তার যদি নিয়ত থাকে আল্লাহর এ নির্দেশে সাড়া দেওয়া,

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

সামর্থ্যবান যেন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিজিক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে।
আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন। (সুরা তালাক: ৭)

তাহলে পরিবারের জন্য কৃত খরচও সদকা গণ্য হবে এবং সে এ জন্য সওয়াব লাভ করবে।

যার এ নিয়ত থাকবে না, যার জন্য এটা শুধুই দুনিয়াবি কাজ, সে সওয়াব পাবে না।
।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, যে খরচগুলো তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে, সেগুলোর জন্য সওয়াব লাভ করবে; এমন কি যে খরচ তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য করো। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

২. স্ত্রী ও সন্তানের জন্য খরচ করা ওয়াজিব। তাদেরকে খরচ না দেওয়া আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন ও আমানত নষ্ট করার শামিল। এটা সমাজে বড় বড় ফিতনা-ফাসাদের কারণ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন

,

كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তাদের অধিকার নষ্ট করবে, যাদের ভরণ-পোষণের

জন্য সে দায়িত্বশীল। (সুনানে আবু দাউদ

স্ত্রী-সন্তানদের জন্য ব্যয় সর্বোত্তম ব্যয়সমূহের অন্যতম এবং এটা সব ধরনের সদকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সওবান (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন

,

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

সবচেয়ে উত্তম দীনার হলো- যা মানুষ তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ঘোড়া প্রতিপালনে ব্যয় করে এবং যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী তার সহ-যোদ্ধাদের জন্য ব্যয় করে। (সহিহ মুসলিম)

হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী আবু কিলাবা (রহ.) এ হাদিস বর্ণনার পর বলেন, রাসুল (সা.) প্রথম বলেছেন পরিবারের কথা। যে ব্যাক্তি তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততির জন্য

ব্যয় করে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র ও অমুখাপেক্ষী রাখেন, অভাবমুক্ত ও উপকৃত করেন, তার চেয়ে বেশি সওয়াবের অধিকারী আর কে হতে পারে ?

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন, একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে, একটি দিনার দাস মুক্ত করার কাজে খরচ করলে, একটি দিনার কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করলে, একটি দিনার তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সওয়াব ওই দিনারটির কারণে পাবে যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছো। (সহিহ মুসলিম)

স্ত্রী-সন্তানদের পাশাপাশি নিজের বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করাও সর্বোত্তম ব্যয় ও সদকা

মহানবী (সা.)-এর দানের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

প্রিয় নবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণ যথাযথভাবে উপস্থাপন করার সাধ্য কারো নেই। তাঁর চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামিন।

পবিত্র কোরআনে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।' (সুরা আহজাব, আয়াত : ২১)
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

প্রিয় চাদর দান :

মুমিনের উচিত রাসুল (সা.)-এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা। রাসুল (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দানশীলতা। তিনি এতটাই দানশীল ছিলেন যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না।

তার নজির বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, সাহল ইবনে সাদ (রা.) বলেন, এক নারী নবী (সা.)-এর কাছে একটি 'বুরদাহ' নিয়ে এলেন। সাহল (রা.) লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি জানেন 'বুরদাহ' কী? তাঁরা বলেন, তা চাদর। সাহল (রা.) বলেন, এটি এমন চাদর যা ঝালরসহ বোনা।

এরপর ওই নারী জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে এটি পরার জন্য দিলাম। নবী (সা.) চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরলেন। এরপর সাহাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ' (দিয়ে দেব)।

নবী (সা.) উঠে চলে গেলে অন্য সহাবিরা তাঁকে দোষারোপ করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি।

যখন তুমি দেখলে যে এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন। এরপরও তুমি সেটা চাইলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল, যখন নবী (সা.) এটি পরেছেন, তখন তাঁর বরকত লাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি, যাতে এ চাদরে আমার কাফন হয়। (বুখারি, হাদিস : ৬০৩৬)

ওপরের হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, চাদরটি রাসুল (সা.)-এর খুবই পছন্দ হয়েছিল এবং তা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু তার পরও তিনি তা ওই সাহাবিকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দান-সদকার হাত এতটাই লম্বা ছিল যে তা যে কাউকেই বিস্মিত করত।

আনাস (রা.) বলেন, জনৈক লোক নবী (সা.)-এর কাছে এলো। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন, যাতে দুই উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এরপর ওই ব্যক্তি তার গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি ভাইয়েরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মদ (সা.) অভাবের আশঙ্কা না করে দান করতেই থাকেন। (মুসলিম, হাদিস : ৫৯১৪)

দ্রুততর সময়ে সম্পদ বিতরণ :

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এলো। তিনি বলেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কাছে এ যাবৎ যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল পরিমাণে সবচেয়ে বেশি।

অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সা.) নামাজে চলে গেলেন এবং এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। নামাজ শেষ করে তিনি এসে সম্পদের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন।

এরই মধ্যে আব্বাস (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকিলের (এ দুজন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদি ছিলেন) পক্ষ হতে মুক্তিপণ দিয়েছি।

আল্লাহর রাসুল (সা.) তাকে বলেন, নিয়ে যান।

তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, না। আব্বাস (রা.) বলেন, তাহলে আপনি নিজেই তুলে দিন। তিনি বলেন, না।

আব্বাস (রা.) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়।

তিনি বলেন, না।

অতঃপর আব্বাস (রা.) বলেন, তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বলেন, না। অতঃপর আব্বাস (রা.) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন।

এবার তিনি উঠতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।...আল্লাহর রাসুল (সা.) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না। (বুখারি, হাদিস : ৪২১)

রাসূল(স) এর দানের নজির বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, সাহল ইবনে সাদ (রা.) বলেন, এক নারী নবী (সা.)-এর কাছে একটি ‘বুরদাহ’ নিয়ে এলেন। সাহল (রা.) লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি জানেন ‘বুরদাহ’ কী? তাঁরা বলেন, তা চাদর। সাহল (রা.) বলেন, এটি এমন চাদর যা ঝালরসহ বোনা।

এরপর ওই নারী জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে এটি পরার জন্য দিলাম। নবী (সা.) চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরলেন। এরপর সাহাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবী (সা.) বলেন, ‘হ্যাঁ’ (দিয়ে দেব)।

নবী (সা.) উঠে চলে গেলে অন্য সহাবিরা তাঁকে দোষারোপ করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন। এর পরও তুমি সেটা চাইলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল, যখন নবী (সা.) এটি পরেছেন, তখন তাঁর বরকত লাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি, যাতে এ চাদরে আমার কাফন হয়। (বুখারি, হাদিস : ৬০৩৬)

ওপরের হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, চাদরটি রাসুল (সা.)-এর খুবই পছন্দ হয়েছিল এবং তা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু তার পরও তিনি তা ওই সাহাবিকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দান-সদকার হাত এতটাই লম্বা ছিল যে তা যে কাউকেই বিস্মিত করত। আনাস (রা.) বলেন, জনৈক লোক নবী (সা.)-এর কাছে এলো।

তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন, যাতে দুই উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর ওই ব্যক্তি তার গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি ভাইয়েরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মদ (সা.) অভাবের আশঙ্কা না করে দান করতেই থাকেন। (মুসলিম, হাদিস : ৫৯১৪)

সম্পদ জমা না রেখে দ্রুত বিতরণ :

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর রাসুলের দান-সদকার প্রতি কতটা আগ্রহ ছিল, তাঁর একটি হাদিস দ্বারা এর কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়।
আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পছন্দ নয় যে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দিই। (বুখারি, হাদিস : ২৩৮৯)

অনেকের ধারণা হতে পারে, এটা হয়তো রাসুল (সা.) মানুষকে সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেছেন; কিন্তু না, রাসুল (সা.) বাস্তবেই এমন মনোভাব পোষণ করতেন। এবং মুষ্টিভর্তি সোনার অলংকার দান করে দেওয়ার নজির তাঁর জীবনে আছে।

রুবাইয়্যি বিনতে মুআওভভিজ ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু হালকা-পাতলা শসা নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে এক মুষ্ঠি অলংকার ও স্বর্ণ দান করেন। (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ২৭৩)

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আরো বলেনঃ

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ

(সূরা বাকারা ৩)

যারা গায়েবের [১] প্রতি ঈমান আনে [২], সালাত কায়েম করে [৩] এবং তাদেরকে আমরা যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে [৪]।

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর [১] এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না [২]। আর তোমরা ইহ্‌সান কর [৩] , নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুহসীনদের ভালোবাসেন।(সূরা বাকারা ১৯৫)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله وبعيد من النار

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন-সদকাকারী ব্যক্তি আল্লাহর খুব কাছে এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকে।

অন্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন-আল্লাহর কাছে দুটি গুণ প্রিয় একটি হলো উত্তম চরিত্র এবং আরেকটি হলো দান

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন- দানশীলতা ঈমানের অঙ্গ

সদকার দশগুন বিনিময়:

দুইজন দরবেশ ক্ষুধার্ত। সাথে আহারের মত কিছুই নেই। পাশেই হযরত রাবেয়া রাহ. এর বাড়ি। তারা সেখানে গেলেন এবং হযরত রাবেয়া বশরীর মেহমান হলেন। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যদি এমন কোন কিছু খাবার পেতাম যেটা খেয়ে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারতাম।

হযরত রাবেয়া বশরি রাহ. তখন বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু তখন ঘরে দুটো রুটি ছাড়া কিছুই ছিল না। বাড়িতে খাবার তৈরির মতো কোন খাদ্য সামগ্রী ও ছিল না তখন ।রাবেয়া বসরী তাদের কথা শুনে সেই দুটো রুটি তাদের সামনে খেতে দিলেন। দুজন

পুরুষের জন্য দুটো রুটি কিছুই না এটা খেয়ে তাদের পেট ভরবে না। তবুও মেহমানরা তখনকার জন্য ভাবলেন এটা দিয়ে কোনরকম এখনকার জন্য ক্ষুধা নিবারণ করি।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভিক্ষুক এসে রাবেয়ার বাড়িতে হাজির। রাবেয়া বসরী তৎক্ষণাৎ মেহমানদের সামনে থেকে রুটি দুটো নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। মেহমানরা তো অবাক। তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তারা এরকম কখনো দেখেননি যে মেহমানের সামনে খাবার দিয়ে আবার সেটা নিয়ে নিতে। তাদের খুব রাগ হচ্ছিল এদিকে তারা প্রচন্ড ক্ষুধার্ত।

কিছুক্ষণ পরে একজন দাসী এলো রাবেয়ার কাছে কিছু রুটি এবং মাংস নিয়ে। দাসি বললো এগুলো আমার মনিব আপনার জন্য হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছেন।

রাবেয়া পেয়ালার ঢাকনা খুলে দেখেন সেখানে ১৮ টি রুটি তখন তিনি দাসীকে বললেন তুমি এগুলো নিয়ে যাও এগুলো আমার না। দাসী বললেন এগুলো আপনার। রাবিয়া বললেন না, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে এগুলো আমার না তুমি এগুলো নিয়ে যাও।

ওদের এসব কথোপকথন শুনে মেহমানদের খুব রাগ হচ্ছিল তারা মনে মনে ভাবল দুটো রুটি সামনে দিয়েছিল তাও ভিক্ষুককে দিয়ে দিল এখন কিছু হাদিয়া এল এটাও তিনি গ্রহণ করছেন না।
তখন দাসী সেগুলো নিয়ে তার মনিবের কাছে ফেরত গেলেন।
তারপর বাদী তার মনিবের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। মনিব আরো দুটি দুটি বাড়িয়ে দিয়ে তারপর বাঁদিকে আবার তার কাছে পাঠালেন।
এবার রাবিয়া বশরী পেয়ালা খুলে রুটি গুনে দেখেন এখানে বিশটি রুটি আছে। এবার তিনি বললেন হ্যাঁ এটি আমার জন্য তারপর তিনি হাদিয়া গ্রহণ করলেন এবং সেখান থেকে তার মেহমানদেরকে খেতে দিলেন।

মেহমানরা খেয়ে খুবই খুশি হল এবং কৌতুহলবশত জানতে চাইল রাবেয়া বসরী এমন কেন করলেন প্রথমে তিনি হাদিয়া কেন গ্রহণ করেননি। রাবেয়া বসরী তখন তাদেরকে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি বললেন তার কাছে মাত্র দুটি রুটি ছিল তিনি জানতেন

যে এই দুটি রুটি দিয়ে মেহমানদের পেট ভরবে না তখন তিনি যখনই একজন ভিক্ষুক এলো খুব খুশি হয়ে তিনি ভিক্ষুককে রুটি দুটি দান করে দিলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

কারণ আল্লাহর ওয়াদা যে আল্লাহর রাস্তায় কেউ কিছু দান করলে আল্লাহ তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিবেন তাই আমি ভাবলাম আমি দুটো রুটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তিনি আমাকে বিশটা রুটি দান করবেন।

এতে করে আপনারা পেট ভরে খেতে পারবেন। এবং আমার আল্লাহতালার ওয়াদার উপরে বিশ্বাস এবং পূর্ণ আস্থা ছিল। আমি জানি তখন আপনারা কষ্ট পাচ্ছিলেন তবুও আমি আপনাদেরকে বসিয়ে রেখে এ কাজটা করেছি কারণ তখন আমার কিছুই করার ছিল না।

ভিক্ষুককে রুটিগুলো দেয়ার পর ভিক্ষুক যখন চলে গেল তখন আমি আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করেছিলাম, আমি বলেছিলাম হে প্রভু, আপনি তো একটির পরিবর্তে ১০ টি দানকারী এটি আপনার ওয়াদা ।

আমি আপনার ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে আপনার কাছে চাইছি, হে আল্লাহ আমার ঘরে দুজন ক্ষুধার্ত মেহমান বসে আছেন আপনি আমার দানের বিনিময়ে দ্বিগুণ খাবারের ব্যবস্থা করে দিন তাদের জন্য।

কারন আমার ঘরে যে দুটি রুটিন আছে তাতে করে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবে না।

তাই বাদী যখন প্রথমবার ১৮টি রুটি নিয়ে আসলো আমি রুটিগুলো গুনে দেখে দুটি রুটি কম ছিল তাই আমি সেটা ফেরত দিয়ে দিয়েছিলাম।

কারণ আমার আল্লাহর ওয়াদা তিনি একটির পরিবর্তে ১০ টি দান করবেন সেখানে দুটি কম ছিল তাই আমি ভাবলাম এটা আমার জন্য না।

পরবর্তীতে সে যখন আরও দুটো রুটি নিয়ে মোট বিশটি রুটি নিয়ে এলো তখন আমি বুঝলাম যে এটা আমার জন্য। তাই আমি তা গ্রহণ করলাম।এটাই আল্লাহর ওয়াদা তিনিই তো বলেছেন তার রাস্তায় যে একটি দান করবে তাকে তিনি সেটা দ্বিগুণ করে ফেরত দিবেন। সুবহানাল্লাহ!

আপনারা আমার আচরণে কোনরকম কোন কষ্ট পেলে আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিবেন।

হাদিসে কুদসিতে আছে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন পৃথিবী দুল ছিল।

তখন আল্লাহ সুবহানাতায়ালা পাহাড় সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করে দিলেন তখন পৃথিবীর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

এটা দেখে ফেরেশতারা খুবই অবাক হলো তারা জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ ,পাহাড়ের এত শক্তি আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের থেকে আরও শক্তিশালী কি কিছু আছে? তখন আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বললেন হ্যাঁ আছে লোহা।

ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করলেন হে প্রভু আপনার সৃষ্টির মধ্যে কি লোহার থেকেও শক্তিশালী কিছু আছে! আল্লাহ বললেন হ্যাঁ আছে, তা হলো আগুন।

তখন ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করলাম হে প্রভু আপনার সৃষ্টির মধ্যে কি আগুনের থেকেও শক্তিশালী কিছু আছে?

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আবার বললেন হ্যাঁ আছে, তাহলো পানি। ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ পানির থেকেও শক্তিশালী কি কিছু আছে! তখন আল্লাহ সুবহানা তায়ালা বলেন হ্যাঁ আছে, সেটা হলো পানি।, ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া আল্লাহ পানির থেকেও শক্তিশালী কি কিছু আছে ?তখন আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বললেন হ্যাঁ আছে, সেটা হলো বাতাস।

ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন হে সৃষ্টি জগতের মালিক, বাতাসের থেকেও কি কোন বস্তু পৃথিবীতে আছে যেটা আরো শক্তিশালী? আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বললেন হ্যাঁ আছে সেটা হলো আদম সন্তানের দান যে আদম সন্তান গোপনে দান করে সেই দান পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী বস্তু।

সাদকা কখনো আটকে থাকা রিজিক টেনে আনে
ঝুলে থাকা বিপদ দূর করে
কখনো লেগে থাকা রোগ নিরাময় করে
কখনো আবার পাপ মোচন করে।
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন-
নিশ্চয়ই দান প্রতিপালকের ক্রোধ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু প্রতিহত করে (তিরমিজি)

হাদীসে আরো আছে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসাল্লাম বলেন-প্রকৃত ধনী হল আত্মার ধনী।(মিশকাত)

রাসুল সালাম বলেন সদকা করলে বিপদ দূর হয়

সহিহ বুখারিতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে তার যাকাত প্রদান করল না, কিয়ামতের দিন তার জন্য বিষধর সাপ সৃষ্টি করা হবে, যার দু'টি চোঁয়াল থাকবে, যা দ্বারা সে তাকে কিয়ামতের দিন পেঁছিয়ে ধরবে, অতঃপর তার দু'চোয়াল পাকড়ে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন।'
তাই সামর্থবান ব্যক্তিদের তাদের সম্পদের জাকাত প্রদানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

হজরত উকবা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। দয়াল নবীজী (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দান-সদকা কবরের আজাব বন্ধ করে দেয়। আর কেয়ামতের দিন বান্দাকে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা করে দেয়। (তাবরানি ও বায়হাকি)

রমজানের দান খয়রাত করা আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। বঞ্চিতদের দিকে হাত বাড়ালে আল্লাহ তায়ালাও আপনার দিকে রহমতের হাত বাড়িয়ে দেবেন; এটা আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আর তাদের (ধনীদের) অর্থ-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"। (সূরা আল-জারিআত, আয়াত ১৯)

গরিবদের দান-খয়রাত করা কোনো করুণার ব্যাপার নয়; বরং দান হলো নিজের আমলনামাকে সমৃদ্ধ করার সর্বোত্তম উপায়।

মনে রাখতে হবে গরিবদের সম্পদহীন করে আল্লাহ যেমন তাদের পরীক্ষা করেন, তেমনি ধনীদেরও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন।

দান-ছাদকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। (সহীহুল জামে/৫১৩৬)

পূত-পবিত্র নিয়তে, দায়িত্ব মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি দান করা হয়, তাহলে তার ব্যাপক ফজিলত রয়েছে। এসব ফজিলতের কিছুটা পার্থিব এই পৃথিবীতেও লক্ষ্য করা যায়, তবে বেশিরভাগ ফজিলতই পরবর্তী জীবনের পাথেয় হিসেবে জমা থাকে। এছাড়া এ জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারও পাবেন দানকারীরা। এ কারণেই দয়াময় আল্লাহ কোরানে কারিমে দান-খয়রাতের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে দানের ব্যাপারে নিয়তের স্বচ্ছতার কথা বলেছেন।

দান করার কিছু নীতিমালা আল্লাহ তায়ালা কোরানে কারিমে ঘোষণা করেছেন। যেমন, দান করতে হবে শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য। কাউকে দেখানোর জন্য নয়।

দান-খয়রাত করে ভবিষ্যতে কোনো স্বার্থ হাসিলের নিয়ত করা যাবে না। আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য কৃত দানকে নিকৃষ্টতম দান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে ইসলামে। এছাড়া যাকে দান করা হলো তার কাছ থেকে এর বিনিময়ে কোনো সুযোগ-সুবিধাও গ্রহণ করা যাবে না।

কোনো প্রকার অপচয় না করে রোজার মাসে মানুষের সেবায় দান-সাদকা করলে অভাবক্লিষ্ট মানুষের কল্যাণ হয় এবং মানবতা উপকৃত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) সমগ্র মানবকুলের মধ্যে সর্বাধিক উদার ও দানশীল ছিলেন।

সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজাদারের অন্তরে দানশীলতা ও বদান্যতার গুণাবলি সৃষ্টি হতে পারে। রাসুল (সঃ) বলেছেন দান হচ্ছে দলীল। দলীল দ্বারা যেমন জমি দখল করা যায় তেমনি দান দিয়ে জান্নাত দখল করা যায়। আর ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই দাওয়াতী কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসলামের হেফাজতের জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিয়ে আসছে।

এই জন্য স্বয়ং রাসুল (সঃ) তাবুকের যুদ্ধের জন্য সাহাবীদের কাছ থেকে দান নিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় রাসুল (সঃ) সাহাবিদেরকে দান করতে উৎসাহিত করেছেন।

এমনকি খেজুরের এক টুকরা দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে বলেছেন। ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে ইচ্ছা উহা প্রদান করে থাকেন।
এজন্য এ সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলা আবশ্যক। সৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও সৎ পথে উহা ব্যয় করা হলেই তার হিসাব প্রদান করা সহজ হবে।

কিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন মানুষ সামনে যেতে পারবে না, তম্মধ্যে দুটি প্রশ্নই ধন-সম্পদ বিষয়ক। প্রশ্ন করা হবে, কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং কোন পথে উহা ব্যয় করেছ। অধিকাংশ মানুষ দান-খয়রাত করতে চায় না। মনে করে এতে সম্পদ কমে যাবে। তাই সম্পদ সঞ্চিত করে রাখতেই সর্বদা সচেষ্ট থাকে, এমনকি নিজের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও খরচ করতে কৃপণতা করে। প্রকৃত পক্ষে দান-ছাদকা করলে সম্পদ কমে না।

তিনি আসমা (রাঃ)-কে বলেন, أَنْفِقِى وَلاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِىَ اللهُ عَلَيْكِ- ‘

(আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহ’লে আল্লাহ তোমার উপর তাঁর রহমতকে হিসাব করবেন না । আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহ’লে আল্লাহও তোমার থেকে তাঁর হাত গুটিয়ে নিবেন’।

আল্লাহ বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍم بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ،

فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير' -ٌ

আর যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও ছওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'লে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হ'লে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন' (বাক্বারাহ- ২৬৫)।

আল্লাহর পথে দানের বিনিময়

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে তার রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঈমান গ্রহণের পর একজন ঈমানদারকে আল্লাহ এভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তারা তার রাস্তায় ধন-সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাক।

আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করলে তিনি সে সম্পদে সীমাহীন বরকত দান করবেন। বরকতের ফজিলত বর্ণনা করেই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে কারিমা নাজিল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

আয়াতের অনুবাদ আয়াত পরিচিতি ও নাজিলের কারণ
সুরা বাকারার **২৬১**নং আয়াতে আল্লাহর পথে খরচ করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দানে সম্পদ বৃদ্ধির উপমা প্রদান করেছেন। এ উপমা হচ্ছে রূপক। আল্লাহ চাইলে দান আরো বেশি বৃদ্ধি করবেন।

ঈমান গ্রহণের পর মুমিন বান্দা যেন আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকে সে নির্দেশ দানের পর তিনি দানের ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

ধন-সম্পদ যদি প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ব্যয় করা হয় অথবা পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করা হয় বা আত্মীয়-স্বজনের দেখা-শুনার জন্য খরচ করা হয় কিংবা অভাবীদের জন্য সাহায্যার্থে খরচ করা হয় অথবা জনকল্যাণমূলক এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো খাতেই ব্যয় করা হোক না কেন, তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করা হয় তবেই তা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর তখনই আল্লাহ তআলা ঘোষিত ফজিলত লাভে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এখানে এক থেকে সাত; আবার তার প্রতিটি করে একশত শস্য দানার মতো ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ উপমা রূপক।

আল্লাহ যদি এক থেকে সাত। আবার সাত থেকে সাতশ দান করতে পারেন। তবে তার চেয়েও বেশি কিছু তিনি দান করতে পারেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যার ইচ্ছা তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন।' এখানে কোনো পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

তবে দানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে

যে পরিমাণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে মানুষ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে; আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদানও তত বেশি ধার্য হবে।

দানের প্রতিদান আল্লাহ প্রদান করেন, কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরাপুরি দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি কোনও প্রকার জুলুম করা হবে না। (সুরা আনফাল ৬০)

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

মসজিদে দান করার ফজিলত

মসজিদে দান করার বা মসজিদ নির্মাণ করার ফজিলত অপরিসীম। মসজিদে দান করার হাদিস সমূহের মধ্যে থেকে অন্যতম একটি হাদিস হলো, হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।’ (বুখারি ৪৫০)

মসজিদে দান করার হাদিস সমূহের মধ্য থেকে অন্য আরেকটি হাদিস হলো, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনদের যেসমস্ত আমলের ধারা মৃত্যুর পরও চলমান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো, ১. সেই ইলম যা সে প্রসার করে গেছে। ২. রেখে যাওয়া নেক সন্তান। ৩. রেখে যাওয়া কুরআনের কপি। ৪. তার নির্মাণকৃত মসজিদ। ৫. তার নির্মাণ করে যাওয়া মুসাফিরখানা। ৬. তার স্থাপন করে যাওয়া নলকূপ। ৭. ওই সাদাকা, যা বেঁচে থাকতে সে দান করে গেছে।

মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার আর তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ ৪৫৫
)
আল্লাহ তাআলা কোরানে জানিয়ে দিয়েছেন-

قُلِ الْعَفْوَ.

আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত। -সূরা বাকারা (২) : ২১৯

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস-একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক লোক তখন ডিমের মতো এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি। এটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আপনি এটি গ্রহণ করুন। এটি সদকা।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তখন ডান দিক দিয়ে এসে একই কথা বলল।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এবার সে বাম দিক থেকে এল। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি এরপর পেছন দিক থেকে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার হাত থেকে ওই টুকরোটা নিয়ে তার দিকেই ছুড়ে মারলেন। যদি তার গায়ে লাগত, তবে সে মারাত্মক ব্যথা পেত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

তোমাদের কেউ কেউ নিজের মালিকানাধীন সবকিছু নিয়ে এসে বলে-এসব সদকা। এরপর সে মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকে। সর্বোত্তম সদকা তো সেটাই, যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৫

দান-সদকা আমাদের পবিত্র ধর্মে অত্যন্ত ফযীলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল। কিন্তু এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাদি মেটানোর দিকটি যেন উপক্ষিত না হয়, ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়। কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীনের অমোঘ নির্দেশনা-

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

(দান না করে) তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দিয়ো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। -সূরা ইসরা (১৭) : ২৯

কার্পণ্য করা যাবে না। দান করা থেকে সবসময় হাত গুটিয়ে রাখা যাবে না।
কোনো উপলক্ষ যখন আসে, সাধ্যমতো সেখানে দান করতে হবে। পরিমাণে তা কম-বেশি যা-ই হোক। এটা মুমিনের গুণ, মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে নিজেকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে সবকিছুই দান করে দেয়া-এটাও ইসলামের শিক্ষা নয়। অবশ্য কেউ যদি এতটাই সংযমী ও ধৈর্যশীল হয়, সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও নিজের অভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না, আল্লাহ তাআলার ওপর তার ভরসা যদি এতটাই প্রবল হয় এবং এ নিয়ে তার অধীনস্তদের কোনো প্রকার অনুযোগ না থাকে, তখন সে চাইলে পুরো সম্পদও দান করে দিতে পারে।
তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এমনটাই করেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দান গ্রহণও করেছিলেন। আবার তিনিই অবস্থার ভিন্নতাকে আমলে নিয়ে কোনো কোনো সাহাবীর পুরো সম্পদ দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।
?

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-

এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২

অনেকসময় দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে দান করতে চায়। একইভাবে যখন অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়ে কেউ নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে, জীবন কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদ উপভোগ করার কোনো আশা আর তার থাকে না, তখনও সে সম্পদ গরীবদের দান করে দিতে চায়।

সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ নিজের সম্পদ ইচ্ছেমতো দান করতে পারে। কিন্তু যদি মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্যে ওসিয়ত করে যেতে চায়, তবে তা অবশ্যই রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। বাকিটা ওয়ারিশদের। এ হাদীসের মূল মর্ম এটাই-দান যা করতে চাও, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থাতেই করে নাও। মৃত্যু যখন তোমার দুয়ারে কড়া নাড়বে, তখন এটা-ওটা দান করার ওসিয়ত করতে থাকবে-এমনটা করার খুব সুযোগ নেই।

মানুষ যতদিন সুস্থ-সবল থাকে, দুনিয়ার রঙিন স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিতে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় সে বিভোর থাকে। অভাবের মুখে পড়ার আশঙ্কাও মনে উঁকি দেয়। আর শয়তান তো এ ভয় দেখানোতেই লিপ্ত।

নিয়ত ও ইখালাসের সাথে দান

নিয়ত ও ইখলাসে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে প্রকাশ্য দানে উন্মোচিত হতে পারে কল্যাণের আরেক দুয়ার। কারও দান দেখে যদি কেউ উৎসাহিত হয় আর সে ব্যক্তিও পরে দান করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যোগ হবে প্রথম ব্যক্তির আমলনামায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ.

মুসলমানদের মধ্যে কেউ যখন কোনো ভালো কাজের সূচনা করে, এরপর তা অন্যদের আমলে পরিণত হয়, এ আমলকারীরা সকলে মিলে যে সওয়াব পাবে এর সমপরিমাণ সওয়াব সূচনাকারীর জন্যেও লিখে দেয়া হবে, তবে তাদের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমবে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৭

শেষকথা

এই তো ইসলাম। একটু সচেতন হলেই এখানে রয়েছে আঁচল ভরে নেয়ার সুযোগ। দান-সদকার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভারসাম্য মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নফল দানের আগে ফরয দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার সীমিত আয়ের অসচ্ছল কেউ যখন কষ্ট করে সামান্যও দান করে, সেটাকে বলা হচ্ছে সেরা দান। বিপদাপদ দূর করার জন্যে দান করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে সুস্থ কর্মক্ষম স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে দান করার প্রতি। সে দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। দানের এ শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের জীবন ও সমাজ তবে আলোকিত হবেই।

রেফারেন্স

কুরআন
হাদিস
নিউজপেপার